এই পরিষেবা মূলত কৃষি, স্বাস্থ্য, পরিবেশ, বাস্তুবিদ্যা বিষয়ক মুদ্রণযোগ্য মাসিক তথ্য পরিষেবা। পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, ত্রিপুরা, বাংলাদেশ সহ বাংলা ভাষাভাষী অঞ্চলের দুই শতাধিক পত্রপত্রিকা এই তথ্য প্রকাশ করে। বার্ষিক চাঁদা দিয়ে গবেষক, ছাত্র, সাংবাদিক, স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা সহ আগ্রহীরা গ্রাহক হতে পারেন।

সংবাদ পরিষেবা

ডিসেম্বর ২০১১

BOOK POST - PRINTED MATTER

বালক বীরের বেশে...

১৭/৮৮

ছাত্রই অরণ্যদূত। এমন হবে মধ্যপ্রদেশে। মধ্যপ্রদেশের পেঞ্চ ব্যাঘ্র সংরক্ষণ ও জাতীয় অরণ্যে এসব হবে। এইজন্য এলাকার প্রতি শিক্ষায়তন থেকে ১০ জন করে ছাত্র নেওয়া হবে। ছাত্র নিয়ে পরীক্ষা হবে। পরীক্ষা শেষে প্রথম তিনজনকে স্মারক দেওয়া হবে। তাদের করা হবে 'অরণ্যদূত'। প্রতি স্কুলের প্রথম স্থানাধিকারীও 'অরণ্যদূত' হবে। এই দূতদের বনরক্ষা নিয়ে দুদিনের প্রশিক্ষণ হবে। তারপর তারা কাজে নামবে। মানুষজনকে পরিবেশ ও বনরক্ষা নিয়ে সচেতন করবে।

পাহাড়প্রমাণ...!

১৭/৮৯

জয়ন্তী পাহাড়ের জঙ্গলে সিমেন্ট কোম্পানি কারখানা করেছে। জয়ন্তী পাহাড় মেঘালয়ে। আর এই সিমেন্ট কোম্পানি পাঁচটি যার তিনটে হল টপ সিম, স্টার সিমেন্ট ও জেইউডি সিমেন্ট। মেঘালয় সরকার এই কাজে কোম্পানিগুলিকে ঢালাও অনুমতি দিয়েছে, সিমেন্ট খনি বনের ভেতর হবে না বাইরে হবে জানতে চায়নি। মেঘালয় প্রদেশ কংগ্রেস এর প্রতিবাদ করেছে। তারা বলেছে এই কাজ বনরক্ষা আইন ১৯৮০ বিরোধী। তাঁরা সরকারের সহ মুখ্যসচিবকে স্মারকলিপি দিয়েছে। তাঁকে এই বিষয়ে হস্তক্ষেপ করতে বলেছে।

না চার

১৭/৯০

কৃষিমন্ত্রক চার কীটনাশক নিষিদ্ধ করল। কীটনাশকগুলি ডার্সব্যান ১০ জি, নিউরেলা ডি, প্রাইভ ও এমামেকটিন বেনজোয়েট। এর প্রথম তিনটি বানাত ডাও অ্যাগ্রো সায়েন্স আর চতুর্থটি আমদানি করত সিনজেন্টা ইন্ডিয়া। চার কীটনাশকেরই খারিজ হয়েছে রেজিস্ট্রেশন। ফতোয়া মোতাবেক, এই চার কীটনাশকের কোনোটাই আর দেশে উৎপাদন, ব্যবহার, বিক্রি বা আমদানি করা যাবে না।

৭ কেজি খিদে

১৭/৯১

খাদ্য নিরাপত্তা বিল চূড়ান্ত হওয়ার মুখে নতুন সংযোজন। এই সংযোজনে দেশের নির্দিষ্ট পরিবারগুলো মাসিক মাথাপিছু ৭ কেজি করে খাদ্যশস্য দেওয়ার প্রস্তাব। তবে এই সব পরিবারে প্রতিবন্ধী, শিশু ও সন্তান-সম্ভবা থাকতে পারে। এই খাদ্য বিল জাতীয় উপদেশক সভার। সংযোজনও তারই।

উচ্চাশা!

১৭/৯২

হিমালয় শিখরশ্রেণি সৌরবিজলীর জন্য জবরদস্ত, সৌরবিজলী উৎপাদনে এই হিমালয় একেবারে বিশ্বসেরা, এসব বলছেন দুই জাপানি গবেষক। গবেষকদের নাম তাকাশি ওজেকি ও যুতাকা জেনচি। গবেষকদ্বয় জাপানের ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজিতে আছেন। গবেষকদ্বয় আরো বলেছেন, এই অঞ্চলের শীতলতার মাত্রা বেশি হওয়ায়

যন্ত্রপাতির সূর্যালোক বিদ্যুতে রূপান্তরের কাজ সহজ হবে। আর এইসব কথা তারা প্রকাশ করেছেন এনভায়রনমেন্ট সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি পত্রে।

সারসংক্ষেপ ১৭/৯৩

সার ব্যবহার বাড়ায় নাইট্রাস অক্সাইড। নাইট্রাস অক্সাইড বাড়ায় উষ্ণায়ন। এমন কথা বলেছে আমেদাবাদ ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ ম্যানেজমেন্ট-এর গবেষকরা। এই গবেষণা বলছে, দেশের যে কোনো জেলা ধরে ১৫ বছরের এক হিসেব কষে দেখা গেছে ১৯৯০-এ বারোমাসে নির্গত নাইট্রাস অক্সাইডের পরিমাণ ছিল ৩০৫ টন আর ২০০৫-এ তা দাঁড়িয়েছে ৪৫০ টনে। এই গবেষণা বেরিয়েছে ক্লাইমেট চেঞ্জ পত্রের মে ২০১১ সংখ্যায় আর গবেষণদের নাম হল অমিত গর্গ, পি আর শুক্লা ও যোগেশ উপাধ্যায়।

জাংগল বুক ১৭/৯৪

দেশে কোটি টাকার অরণ্য প্রকল্প। প্রকল্প রাষ্ট্রপুঞ্জের। প্রকল্প কার্বন বাণিজ্যের। এই অরণ্য হবে হিমাচল প্রদেশে। এই অরণ্যের জায়গার পরিমাণ ৪,০০০ হেক্টর। হিসেবমতো ১৭৭টি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকা। প্রকল্পের লক্ষ্য ২০২৬-এর মধ্যে প্রকৃতিতে ৮২৮,০১৬ কার্বন কমানো।

প্র তাপ! ১৭/৯৫

তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র থেকে বিকিরণ। বিকিরণে স্বাস্থ্যের ক্ষতি। গত পাঁচ বছরে সরকার ১,৯২,৯১৩ মেগাওয়াট তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের অনুমোদন দিয়েছে। অনুমোদন অপেক্ষায় আরো ৫,০৮,৯০৭ মেগাওয়াট। এই তথ্য পুনার সংগঠন প্রয়াসের।

মহারাষ্ট্রের কৃষিবিজ্ঞান অগ্রগ্য সংস্থা, বিদর্ভ নেচার অ্যান্ড হিউম্যান সায়েন্স সেন্টার ও আরো কয়েক পরিবেশ-সচেতন, ন্যাশনাল এনভায়রনমেন্ট অ্যাপলেট অথরিটিতে এই বিকিরণ নিয়ে মামলা করেছে। অথরিটির বেঞ্চ বন ও পরিবেশ মন্ত্রককে বিকিরণ নিয়ে সন্ধান চালাতে নির্দেশ দিয়েছে, নির্দেশ দিয়েছে শিল্পাঞ্চল ও বসতি এলাকার বিকিরণ সহনমাত্রা ঠিক করারও।

উপশম! ১৭/৯৬

ওষুধের দাম কমতে পারে। এই ওষুধ চটজলদি, নিত্য দরকারি। জাতীয় ওষুধ নীতি ২০১১-র প্রস্তাবপত্রে এমন কথা আছে। তালিকায় অপরিহার্য সূচির ৩৪৮টি ওষুধই আছে। তবে হাসপাতালে সরবরাহ করা ওষুধ এই নিয়ন্ত্রণ আওতার বাইরে।

ঐক্যের মধ্যে বৈচিত্র ১৭/৯৭

কেরলে সমস্ত পঞ্চায়েতে জীব বৈচিত্র উপসমিতি। দেশে এই উদ্যোগে কেরল প্রথম। সমিতির প্রধান পঞ্চায়েত সভাপতি। সঙ্গে থাকছে ছয় সদস্য ও ছয় বিশেষজ্ঞ। ছয় সদস্যের এক তৃতীয়াংশ মহিলা আর ছয় বিশেষজ্ঞ আসবে কৃষি-বন পশুপালন-মৎস্য-স্বাস্থ্য-শিক্ষা ইত্যাদি থেকে। সমিতির কাজ জৈব বৈচিত্র নথি তৈরি, রক্ষা ও বিপন্ন বৈচিত্র নিয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ।

গাঢ় তিমি র ১৭/৯৮

মেক্সিকো উপসাগরে বিপুল সংখ্যায় তিমি-শুশুক মারা যাচ্ছে। মারা যাচ্ছে উপসাগরের উত্তরভাগে। ২০১০ ফেব্রুয়ারি থেকে ২০১১ অক্টোবর অব্দি ভেসে আসা ৫৮৬টি ডলফিন-শুশুকের অধিকাংশই মৃত। গত দশ বছরের তুলনায় চলতি বছরে এই হার সব থেকে বেশি। ন্যাশনাল ওশেনিক-অ্যান্ড অ্যাটমসফেরিক অ্যাডমিনিস্ট্রেশন এর সম্ভাব্য কারণ বায়োটক্সিন বলছে।

হত্যালীলা! ১৭/৯৯

অন্ধ্রে গত মাসে নব্বই চাষি আত্মহত্যা করেছে। চাষিরা অন্ধ্রের আদিলাবাদ, খাম্মাম, করিনগর, মেদাক, মেহেবুবনগর ও অনন্তপুর জেলার। আত্মহত্যার কারণ ধান-তুলো-ভুট্টার ফলন ঘাটতি, কারণ ঋণের নাগপাশ, কারণ সরকারে আস্থাহীনতা রায়তু স্বরাজ্য বেদিকা নামের এক কৃষক সংহতি এই অবস্থা রোধে সক্রিয় হয়েছে।

গরম খবর ১৭/১০০

২০১৫-র মধ্যে সুমেরু সাগর বরফ শূন্য হবে। এমন শঙ্কা কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের সাগরবিদ পিটার ওয়াডহ্যামস-এর।

ওয়াডহ্যামসের বয়ানমাফিক, সব হিসেব পণ্ড করে সুমেরু সাগর মুছে যাবে আগামী চার বছরে। জলবায়ুর তুরন্ত বদলই নাকি এর কারণ।

শম্বুক গতি ? ১৭/১০১

কেরলে গ্রাম-শহরতলিতে দশাসই শামুক। শামুকের নাম জায়েন্ট আফ্রিকান স্নেল। আক্রমণে ক্ষতি গাছপালার। এই ধরনের আক্রমণে আর্থিক ক্ষতির বিশ্ব-গড় দেশের গড় অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের ১ শতাংশ। আক্রমণের কথা জানিয়েছেন কেরল ফরেস্ট রিসার্চ ইনস্টিটিউটের গবেষক ড. ভি কে শংকরণ।

বিষফিশ ১৭/১০২

মাছ ধরতে বিষ। এই বিষ থিয়োডান। এই থিয়োডান নদীতে মিশল। মিশলে মাছ ধরা সহজ হচ্ছে। এমন ঘটছে এ রাজ্যে। ঘটছে এ রাজ্যের জলপাইগুড়ি জেলাতে।

মৎস্যজীবী এইজন্য অর্ধেক ড্রামভর্তি জলে মেশায় আধ লিটার থিয়োডান। তারপর নদীর নীচের দিকে এক কাঠা বাঁশ দিয়ে ঘেরে। তারপর ঘেরা জলে বিষ মেশায়। ১৫-২০ মিনিটের ভেতর মাছ ভেসে ওঠে। এভাবে মাছ ধরলে নাকি সময়-শ্রম সবই লাগে কম।

মালিকরাও ? ১৭/১০৩

কেরলে ময়দাকল ও বেকারি মালিকরা জিনশস্য নিয়ে নিমরাজি। সংসদের চলতি অধিবেশনে বায়োটেকনোলজি রেগুলেটরি অথরিটি অফ ইন্ডিয়া বিল পেশ হবে। কেরল থেকে সরকারকে আবেদন এই সময়েই। তারা স্মারকলিপিতে বলছে, তাদের সদস্যরা জিনশস্য থেকে দূরে থাকবে। তারা বলেছে, এই শস্যের মুক্ত চাষে সংক্রমণ ছড়ানোর সম্ভাবনা, তারা চায় এই শস্য চাষ বন্ধ হোক।

RED SIGNAL ১৭/১০৪

ভারতের ‘তীব্র বিপন্ন’ পশুপাখির লাল তালিকা বেরোল। এই তালিকা আইইউসিএন-এর। আইইউসিএন মানে ইন্টারন্যাশনাল ইউনিয়ন ফর কনজারভেশন অফ নেচার। তালিকায় আছে ১৪টি পাখি আর উভচর-সরীসৃপ-মাছ ও স্তন্যপায়ী মিলে ৩৪টি। পাখির ভেতর আছে চার প্রজাতির শকুন, এক প্রজাতির সারস, এক প্রজাতির বক। পশুর ভেতর আছে দু ধরনের কচ্ছপ, দু ধরনের হাঙর, দু ধরনের গন্ডার, তিন ধরনের মাছ ও এক ধরনের কাঠবিড়ালি। এই তথ্য বেরিয়েছে সেপ্টেম্বর ২০১১ তে।

পুড়ে খাক্ পাকস্থলী ১৭/১০৫

বিশ্বে ৯২৫ মিলিয়ন ক্ষুধার্ত। ১৭৫ মিলিয়ন শিশুর শরীরের বৃদ্ধি হয়নি। এই শিশুর ৯০ ভাগ সাহারা-নিম্ন আফ্রিকা ও দক্ষিণ এশিয়ার। এই শিশুর বয়স পাঁচ বছরের নীচে। সাহারা নিম্ন-আফ্রিকায় ৪৬ দেশের ৯ টিতে খালি ২০১৫-র মধ্যে এই শিশুর সংখ্যা ৫০ ভাগ কমানো হবে।

গেটস সত্র ১৭/১০৬

গেটস ফাউন্ডেশন আফ্রিকায় জিনশস্য গবেষণায় টাকা দিচ্ছে। গেটস ফাউন্ডেশন মার্কিন দেশের। গেটস বলতে বিল-মিলিন্দা গেটস। গেটস টাকা দিচ্ছে মনসান্টো–কার্গিল সহ বিশ্ব বণিকদের। টাকা দিচ্ছে জিন-কারিগরির কাসাভা চাষে। কাসাভায় রোগ দু ধরনের। নতুন গবেষণা এই রোগ-প্রতিরোধী জিনশস্য নিয়ে। এই সংবাদ ১৪ সেপ্টেম্বর ২০১১-র।

কেঁচে গণ্ডূষ ? ১৭/১০৭

গুটখা, পানমশলা মোড়কে প্লাস্টিক রদ। প্লাস্টিক রদ যে কোনো তামাকজাতে। বন পরিবেশ মন্ত্রকের এক নতুন নিয়মবিধিতে এই নিষেধ আছে। নিয়মবিধিতে বলা আছে, সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ মোতাবেক কোনো তামাকজাত সংরক্ষণ-বিপণনে কোনোভাবেই প্লাস্টিক ব্যবহার করা যাবে না। কেন্দ্র এই নিয়মবিধি বলবৎ করতে রাজ্য পর্ষদগুলোকে আদেশ দিয়েছে। কেন্দ্র পর্ষদগুলোকে এই বিধি কার্যকারী করতে সর্বতো-পদক্ষেপ নিতে বলেছে।

পুনঃমুদ্রণের সময় অনুগ্রহ করে ‘পরিষেবা’ কথাটি উল্লেখ করবেন। মুদ্রিত লেখাটি সার্ভিস সেন্টারের ঠিকানায় পাঠান

বর্গী এল দেশে
১৭/১০৮

চাষের জমি কমে যাচ্ছে। কমে যাচ্ছে দেশজুড়ে। ছত্তিশগড়ে তৈল-বীজ গ্রাম তৈরিতে নেওয়া হয়েছে ৬০,০০০ গ্রাম। কর্ণাটকে গেছে বিশ হাজার একর। পাঞ্জাবে বাসমতী চাষের জন্য গেছে চার লক্ষ একর। পঞ্চাশ হাজার একর মধ্যপ্রদেশে। এই জমি দখলে আছে হিন্দুস্থান লিভার, সৎনাম ওভারসিজ, ডি ডি ইন্টারন্যাশনাল ইত্যাদি বড় কোম্পানি ও বহুজাতিক।

গোলমাল মরিচ
১৭/১০৯

গোলমরিচে জিএমও নিয়ে গবেষণা। এই গবেষণা হবে কোঝিকোড়ে। কোঝিকোড়ের জাতীয় মশলা গবেষণা কেন্দ্রে। এই জিএমও নাকি ভাইরাসরোধী। গবেষণা হবে তিন বছর ধরে। এই জন্য গবেষকপদের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়েছে। গবেষক নেওয়া হবে দুজন।

বে গুণকীর্তন
১৭/১১০

মরশুমে ৪ কুইন্ট্যাল বেগুন। ফলন পুরো জৈব উপায়ে। এমন ঘটনা মহারাষ্ট্রের সাওতায়াড়ি গ্রামের। চাষির নাম ভগবান বোয়লেকর। ৪ কুইন্ট্যালে গাছ প্রতি বেগুনের সংখ্যা ৮৫৭। বেগুন-প্রতি ওজন ৫০০ গ্রাম। বোয়লেকর বেগুন ফলাতে ১৭ গাছের নির্যাস ব্যবহার করেছে। বোয়লেকরের কাজ দেখতে তুরস্ক, কাতার, আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া, সুইডেন ও স্পেন থেকে কৃষিবিদ মহারাষ্ট্রে এসেছে। বোয়লেকরের কৃতি লিমকা বুক অফ ওয়ার্ল্ড রেকর্ডস-এ উঠেছে।

বরাভয়!
১৭/১১১

গাঢ় সবুজ আনাজ, ফলমূল, মশলাপাতি ক্যান্সাররোধী। ফলমূলে আছে টমেটো, গাজর, লংকা, ফুলকপি, বাঁধাকপি, মিষ্টি আলু, মাশরুম, সয়াবিন, ডুমুর, লেবু, কমলালেবু, পেঁপে, আঙুর। মশলায় রসুন, হলুদ, গোলমরিচ। এর মধ্যে টমেটো মুখ, স্তন, অগ্ন্যাশয়, গাজর ঠোঁট, পাকস্থলী, অন্ত্র, রসুন মলাশয় ও ফুসফুস-এর ক্যান্সার আটকাতে পারে। আবার লেবু-কমলালেবু, ক্যান্সার মারতে পারে এমন কোষকে উদ্দীপ্ত করে, ডুমুর টিউমার ছোট করতে পারে।

ন তু ন | ব ই

■■

সবজিবাগান বইটি আমরা প্রকাশ করলাম। উঠোনে সবজি-বোনা বা চালে লাউ লতিয়ে দেওয়া বাংলার এক দীর্ঘ লালিত অভ্যাস। কিন্তু গত কয়েক দশকে এই চর্চা বেশ দূরে সরেছে। বিজাতীয় অর্থনীতি সকলকে বাজারমুখী করেছে। আমাদের বই সেই অভ্যাসকে ফিরিয়ে আনতে।

বইতে ফলন্ত সবজিবাগানের জন্য মাটির যত্ন, ঋতু-অনুগ সবজি, সার-সেচ-সাশ্রয়, পুষ্টিগুণ, সবজি-পরিবার ইত্যাদি আমরা সবিস্তারে সাজিয়েছি। সুলভে বিষমুক্ত ফলন পেতে এই পাঠ-বিস্তার আশাকরি আগ্রহীজনের সহায়ক হবে।

গ্রাম-শহর সর্বত্র এরপর যদি সবজিবাগান নিয়ে কণামাত্র আগ্রহেরও সঞ্চার হয়, তবেই আমাদের এই প্রয়াস সার্থকতা পাবে।

■■

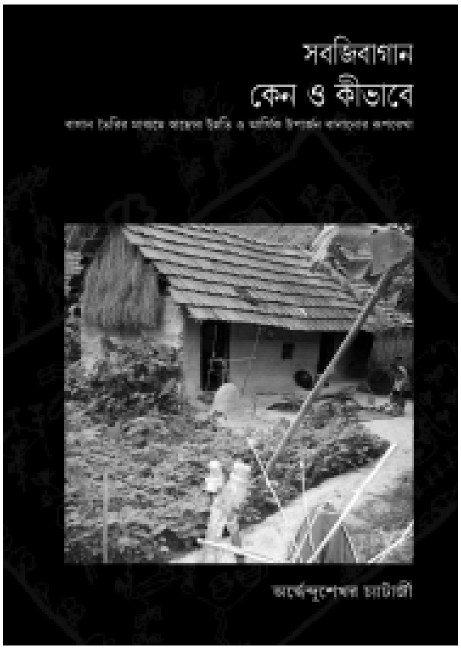

১/১৬ ডিমাই সাইজে হোয়াইটপ্রিন্ট কাগজে ছাপা।। পাতা সংখ্যা ৪৫।। দাম ১৫ টাকা।

ডেভলপমেন্ট রিসার্চ কমিউনিকেশন অ্যান্ড সার্ভিসেস সেন্টার, ৫৮এ, ধর্মতলা রোড, কসবা, বোসপুকুর, কলকাতা ৭০০ ০৪২, **দূরভাষ** | ২৪৪২ ৭৩১১, ২৪৪১১৬৪৬

সংবাদ সংগ্রহ ও প্রচারে সার্ভিস সেন্টার, ৫৮এ, ধর্মতলা রোড, বোসপুকুর, কসবা, কলকাতা-৭০০ ০৪২, ফোন ২৪৪২৭৩১১, ২৪৪১১৬৪৬, গ্রাহক চাঁদা বার্ষিক-৫০ টাকা (সডাক)
সহযোগী সম্পাদনা ও হরফ বিন্যাস - শিপ্রা দাস, রূপায়ণ - অভিজিত দাস
সম্পাদক - সুব্রত কুন্ডু